চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রকল্যাণ দপ্তর বুলেটিন

১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২৫

শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ), প্রক্টর এবং প্রভোস্ট কে
অভ্যর্থনার মাধ্যমে বরণ করা হয়

পরিচালক, ছাত্রকল্যাণ
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ছাত্রকল্যাণ দপ্তর প্রথমবারের মতো বুলেটিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই বুলেটিনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ একত্রে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক হিসেবে আমি গভীরভাবে সম্মানিত ও গর্বিত বোধ করছি, কারণ এই প্রকাশনা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান তথ্যপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তাদের একাডেমিক অগ্রযাত্রা ও ব্যক্তিগত বিকাশে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু পাঠ্যক্রমে নয়, বরং গবেষণা, সহশিক্ষা কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক উদ্যোগেও বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এই বহুমুখী প্রতিভা ও সক্রিয় অংশগ্রহণই সিভাসু এর প্রাণশক্তি। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করা; তাদের মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়ামূলক ও নৈতিক বিকাশকে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে আমরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে থাকি, যেমনঃ সেমিনার, কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরামর্শ সেবা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবসের যথাযোগ্য উদযাপন। এসব আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল পাঠ্যজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তারা হয়ে ওঠে মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এবং নেতৃত্বগুণসম্পন্ন একটি প্রজন্ম।

এই বুলেটিনে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের নানাবিধ অর্জন, যা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য গর্বের বিষয়। এ বুলেটিন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি তথ্যপত্র হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, সাফল্য এবং অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে। বর্তমান বিশ্বায়িত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের শুধু একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জন করলেই হবে না; তাদেরকে হতে হবে দক্ষ, সৃজনশীল চিন্তক এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক। এ কারণে ছাত্রকল্যাণ দপ্তর একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, দলগত কাজের দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই বুলেটিনে সেসব কার্যক্রমের চিত্রও সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা বিশ্বাস করে যে, শিক্ষার্থীরাই একটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সম্পদ। তাদের বিকাশই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ। তাই সিভাসু –এর ছাত্রকল্যাণ দপ্তর প্রতিটি শিক্ষার্থীর পাশে থেকে তাদের স্বপ্নপূরণে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীদের প্রতিটি অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অগ্রগতি শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে। আমি আশা করি, এই বুলেটিনটি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। একইসঙ্গে এটি অভিভাবক, শিক্ষক, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের কাছেও সমানভাবে মূল্যবান তথ্যসূত্র হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে সবাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গতিশীল কার্যক্রম ও বহুমুখী সাফল্যের একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের প্রতি, যিনি সকল ক্ষেত্রে নিরলস সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এছাড়াও, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের সমগ্র কার্যক্রমকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের শিক্ষার্থীদের, যাঁরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উদ্যমের মাধ্যমে এই বুলেটিনের প্রকাশকে সম্ভব করেছেন। আমি আমাদের সকল প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি, সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি, যাতে তারা নৈতিকতা ও সততার সঙ্গে শিক্ষাজীবনে অগ্রসর হয়, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই বুলেটিন প্রণয়নে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও যত্নের সাথে কাজ করেছি। তবুও কোনো ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা থাকলে সদয় বিবেচনায় গ্রহণ করবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি!

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
পরিচালক, ছাত্রকল্যাণ

বিষয়সূচি

০১ উপাচার্য মহোদয়ের বার্তা

ছাত্রকল্যাণ দপ্তর: রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ০২

০২ নবরূপে সিভাসুর শুভ ক্যান্টিন

সিভাসু গার্ডেন: মানসিক প্রশান্তির নতুন ঠিকানা ০৩

০৩ মনের যত্নে সিভাসু: মানসিক স্বাস্থ্য সেমিনার

হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর ০৪

০৬ শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসেবায় মেডিকেল ক্যাম্প

দুর্যোগে সিভাসু: শিক্ষার্থীদের মানবিক উদ্যোগ ০৭

০৭ শিক্ষাবর্ষ সমারম্ভ: নতুনদের অগ্রযাত্রা

টিউটোরিয়ান পদ্ধতি: একটি যুগান্তকারী শিক্ষণভঙ্গি ০৮

০৮ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সিভাসু শিক্ষার্থীদের সাফল্য

জাতীয় দিবস ও উৎসব উদযাপন ১০

১২ সবুজে ভরে উঠুক সিভাসু: বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

রেড ক্রিসেন্টের কার্যকলাপ: মানবিক সেবায় নতুন পথচলা ১২

১৩ শিক্ষার্থী কল্যাণে আর্থিক সহায়তা

শিক্ষার্থী আইডি কার্ড: আধুনিকতার ছোঁয়া ১৩

১৪ খেলাধুলা ও ক্রীড়াঙ্গনে সিভাসু

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন ১৫

১৬ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা

খাদ্যমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৭

১৮ সহ-পাঠক্রমিক সংগঠনসমূহ: সৃজনশীলতা বিকাশের মঞ্চ

সিভাসু ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক স্টেশনারি শপ ১৮

উপাচার্য
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য মহোদয়ের বার্তা

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো তার শিক্ষার্থীরা, এবং তাদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ছাত্রকল্যাণ দপ্তর নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ পেশাজীবী এবং দায়িত্বশীল, মানবিক ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের দিকে নিবেদিত, যা প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করেছে।

শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সিভাসু–এর ছাত্রকল্যাণ দপ্তর এই চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে নিরাপদ আবাসনের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা, নেতৃত্ব বিকাশমূলক কর্মশালা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের আয়োজন শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক প্রতিভার বিকাশ ঘটাচ্ছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে, আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়।

আজকের তরুণরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে এই বিশ্বাস থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একাডেমিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা, মানসিক চাপ লাঘব করা এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে যুক্ত করা ছাত্রকল্যাণ কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি শিক্ষাঙ্গন তৈরি করেছে যেখানে তারা কেবল জ্ঞান আহরণ করছে না, বরং আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ ও নৈতিকভাবে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারি হচ্ছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই সামগ্রিক বিকাশ শিক্ষার্থীদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে এবং তারা দেশ ও সমাজের কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ দপ্তর কর্তৃক শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম, সাফল্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানামুখী অগ্রযাত্রাকে একত্রিত করে বুলেটিন প্রকাশের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এই প্রকাশনা শুধুমাত্র একটি তথ্যপত্র নয়, বরং এটি সিভাসুর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, অংশগ্রহণ এবং সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিক সাক্ষ্য বহন করবে। একই সঙ্গে আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, ছাত্রকল্যাণ দপ্তর ভবিষ্যতেও শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও একাডেমিক কল্যাণে আরও নিষ্ঠা, সততা, উদ্ভাবন ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে যাবে। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের প্রতিটি উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান
উপাচার্য

ছাত্রকল্যাণ দপ্তর: রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ভূমিকা

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ছাত্রকল্যাণ দপ্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক শাখা, যা শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও একাডেমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করে। দপ্তরটি আধুনিক ও সহায়ক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে নীতিনির্ধারণ, সেবা সমন্বয়, এবং নিয়মিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রা নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ফলপ্রসূ রাখতে স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক পরামর্শ, আবাসন, আর্থিক সহায়তা, ক্রীড়া–সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ক্যারিয়ার সহায়তা ও জরুরি মানবিক সহায়তার মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি নেতৃত্ব বিকাশ, ক্লাব ও সংগঠনসমূহের তত্ত্বাবধান, এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই দপ্তর কাজ করে।

রূপকল্প (Vision)

একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী নৈতিকতা, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে বিকশিত হবে।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা–স্বাস্থ্য, মানসিক সহায়তা, আর্থিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত বিকাশের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাসী, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ও সমাজসচেতন করে তোলা। পাশাপাশি ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে একটি সুস্থ, সহযোগিতামূলক ও শিক্ষণীয় ক্যাম্পাস সংস্কৃতি গড়ে তোলাই এই দপ্তরের অঙ্গীকার।

প্রধান দায়িত্বসমূহ

- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বগুণময়, সৃজনশীল, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার আগ্রহ, পেশাগত প্রস্তুতি ও আত্মোন্নয়ন উদ্দীপিত করা।
- সার্বক্ষণিক মেডিক্যাল, মানসিক পরামর্শ ও জরুরি সেবা কার্যকর রাখা।
- সততা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধে শিক্ষার্থীদের দৃঢ়ভাবে সংহত করা।
- শিক্ষার্থীদের পেশাগত উন্নয়ন লক্ষ্যে কর্মশালা, ক্যারিয়ার নির্দেশনা অনুষ্ঠান পরিচালনা।
- শিক্ষার্থীদের মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় ছাত্রসমাজকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা।
- ক্রীড়া–সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব, দলগত মনোভাব ও সৃজনশীলতা উন্নয়ন।
- শিক্ষার্থীদের মনো–সহায়তা, মেন্টরিং এবং টিউটোরিয়াল কার্যক্রমে সহায়তা করা।
- দুর্যোগে দ্রুত প্রতিক্রিয়া, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা।

নবরূপে সিভাসুর শুভ ক্যান্টিন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের "শুভ ক্যান্টিন" সম্প্রতি ব্যাপক পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গর্ব ও আনন্দের এক বিশেষ উপলক্ষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান, যিনি তাঁর বক্তব্যে "শুভ ক্যান্টিন"–কে শুধুমাত্র

খাবার গ্রহণের স্থান নয় বরং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব, আনন্দ ও স্মৃতিচারণার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি ক্যান্টিনের সার্বিক পরিচালনায় খাদ্যের গুণগত মান, স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রভোস্ট, প্রক্টরসহ বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ক্যান্টিন এর পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম সার্বিকভাবে

তদারকি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম, যিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুধ, ডিম ও দেশি ফলমূলের পুষ্টিগুণের গুরুত্ব তুলে ধরে ভবিষ্যতে এগুলোকে "শুভ ক্যান্টিন"–এর নিয়মিত খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

নবনির্মিত ক্যান্টিনটি এখন রুচিসম্মত স্থাপত্য, মনোরম সাজসজ্জা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য এক আধুনিক ও আরামদায়ক মিলনস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে। উদ্বোধনী দিনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে আরও বর্ণিল করে তোলে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্য, প্রাণচাঞ্চল্য ও ইতিবাচক সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

সিভাসু গার্ডেন: শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তির নতুন ঠিকানা

ক্যাম্পাসে সম্প্রতি উদ্বোধিত প্রাণবন্ত ও সবুজায়িত "সিভাসু গার্ডেন" শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রশান্তি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ এবং অবসরের নতুন অনন্য ঠিকানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে গার্ডেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

এবং এটিকে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষের পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সমানভাবে জরুরি; এই দৃষ্টিকোণ থেকেই গার্ডেনটি নির্মাণ করা হয়েছে। উদ্বোধন পরবর্তী অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও

কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে ঐতিহ্যবাহী ও দেশীয় বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা সকলের মধ্যে উৎসবমুখর আবহ সৃষ্টি করে। গার্ডেনটি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক স্থান হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যেখানে তারা দলবদ্ধভাবে অধ্যয়ন, আলোচনা ও সৃজনশীল চিন্তায় নিজেকে যুক্ত করছে। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে বসে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পাঠ্যক্রমের বাইরে নতুন মাত্রা যোগ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই উদ্যোগের মাধ্যমে কেবল ক্যাম্পাসকে সবুজায়িত করেনি, বরং শিক্ষার্থীদের

মানসিক সুস্থতা ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানসিক প্রশান্তি এবং একাডেমিক অনুপ্রেরণার অনন্য সমন্বয়ে "সিভাসু গার্ডেন" ইতিমধ্যেই শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবার হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে এবং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে।

মনের যত্নে সিভাসু: শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রখ্যাত মনোরোগবিদ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক ডা. এ এস এম রিদওয়ান প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, চাপ নিয়ন্ত্রণ ও স্ট্রেস কপিং কৌশল নিয়ে

প্রাঞ্জল উপস্থাপনা করেন। পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলমের সভাপতিত্বে সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও সিভাসু মেডিকেল সেন্টারের ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. কাজী রোখসানা সুলতানা। তথ্যবহুল এই সেমিনারটি ছিল প্রাণবন্ত; প্রশ্নোত্তর পর্বে

শিক্ষার্থীরা খোলামেলা আলোচনা করে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সরাসরি কার্যকর পরামর্শ লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আয়োজন ছিল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীরা এই সেমিনার থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি অর্জন করেছেন এবং প্রয়োজনে পেশাদার সহায়তা নিতে উৎসাহিত হয়েছেন। এই আয়োজন প্রমাণ করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষ নয়, তাদের মানসিক সুস্থতা নিয়েও সমানভাবে সচেতন। সেমিনারটি শিক্ষার্থীদের মাঝে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ইতিবাচক ও সহায়ক ক্যাম্পাস সংস্কৃতি গড়ে তুলতে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

শিক্ষার্থীদের মৌখিক স্বাস্থ্যসেবায় সার্জিস্কোপ ডেন্টাল ক্লিনিকের সাথে সমঝোতা চুক্তি

সিভাসুর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত ও সহজলভ্য মৌখিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ দপ্তর এবং চট্টগ্রামের স্বনামধন্য সার্জিস্কোপ ডেন্টাল ক্লিনিক–এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৪ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এ চুক্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা বিশেষ ছাড়ে উচ্চমানের দাঁতের চিকিৎসা

ও মৌখিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাঁদের অভিভাবকরাও একই সুবিধা পাবেন। এতে প্রাথমিক চেকআপ, এক্স–রে, স্কেলিং, ফিলিং, রুট ক্যানেল এবং সার্জিক্যাল এক্সট্রাকশনসহ নানা সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মতে, এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি এবং শিক্ষাজীবনে মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়ক হবে। সার্জিস্কোপ ডেন্টাল ক্লিনিক শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় এ চুক্তি সিভাসুর সার্বিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের মধ্যে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রহণ করতে পারবেন। এই চুক্তির আওতায় সিভাসু পরিবার সাধারণ

চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, জরুরি সেবা এবং বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা কম খরচে উপভোগের সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের আর্থিক চাপ হ্রাস করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করে, এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সিভাসুর সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার পথ সুগম করবে।

সিভাসু এভারকেয়ারে স্বাস্থ্যসেবা অংশীদারি: সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিভাসু ও এভারকেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রামের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১৫ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান উদ্যোগটির উদ্বোধন করেন। এসময় সিভাসুর পক্ষে স্বাক্ষর করেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম এবং এভারকেয়ার হাসপাতালের পক্ষে এজিএম ও ক্লাস্টার হেড রাম প্রাসাদ সুশীল। চুক্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এভারকেয়ার হাসপাতালে বিশেষ ছাড়ে চিকিৎসা, পরীক্ষা ও সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম ও সুবিধাসমূহ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, পরিচালক, প্রক্টর, প্রভোস্ট ও উর্ধ্বতন

কর্মকর্তা, যারা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের সমন্বয়ে স্বাক্ষরিত এই এমওইউ শিক্ষার্থীদের সহজলভ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ক্যাম্পাসে সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবার বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সিভাসু ও এপিক হেলথ কেয়ারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং এপিক হেলথ কেয়ার লিমিটেডের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ও সুবিধা নিশ্চিতকরণে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে সিভাসুর পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম এবং এপিক হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক টি. এম. হান্নান। এই চুক্তির আওতায় সিভাসুর শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা; পিতা–মাতা, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানরা এপিক হেলথ কেয়ারের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও রোগনির্ণয় সুবিধা বিশেষ ছাড়ে গ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে সিভাসুর প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ আল নোমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. শামছুল মোর্শেদ, এপিক হেলথ কেয়ারের হেড অব মেডিকেল সার্ভিসেস ডা. হামিদ হোসেন আজাদ এবং কর্পোরেট বিজনেস ও ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার মো: ইমতিয়াজ শানু উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতার

মূল উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসাসেবায় সহজ প্রবেশাধিকার তৈরি করা, একইসাথে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক রূপ দেওয়া। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই পদক্ষেপ সিভাসু পরিবারকে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী, আধুনিক ও সহজলভ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করবে এবং সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

সিভাসু ও ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) এবং ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সিভাসুর পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ)

এবং ইবনে সিনার পক্ষে স্বাক্ষর করেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জেনারেল ম্যানেজার এবং হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী প্রতিনিধিসহ ইবনে সিনার পক্ষ হতে অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

উপস্থিত ছিলেন। এ সমঝোতার মাধ্যমে ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার–এর চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রতিটি শাখায় সিভাসুর শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন বিশেষায়িত ডায়াগনস্টিক সুবিধা প্রদান করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানই আশা প্রকাশ করেছে যে, এ সমঝোতা স্বাক্ষর সিভাসু পরিবারের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সিভাসুতে ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প: শিক্ষার্থীদের সেবায় এক যুগোপযুগী উদ্যোগ

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিশেষ ডেন্টাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র কল্যাণ দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান। বিশেষজ্ঞ ডেন্টাল চিকিৎসক ডা. মিজানুর রহমান (চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও সার্জিস্কোপ হাসপাতাল) ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন এবং উপস্থিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাঁত ও মৌখিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। অংশগ্রহণকারীরা বিনামূল্যে ডেন্টাল চেকআপ, মৌখিক

স্বাস্থ্যসচেতনতা সম্পর্কিত পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করেন। ক্যাম্পটি মৌখিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করার পাশাপাশি দাঁতের রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীরা এ ধরনের মানবিক উদ্যোগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ছাত্রকল্যাণ দপ্তর ও মেডিকেল সেন্টারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সিভাসুর ছাত্র কল্যাণ দপ্তর শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নিয়ে আসছে, আর এই ক্যাম্প তারই ধারাবাহিক উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রশাসনের আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধকে প্রতিফলিত করেছে। অংশগ্রহণকারীরা আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও সিভাসু একইভাবে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও চিকিৎসা সেবা বিস্তারে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হেপাটাইটিস–বি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় প্রথমবারের মত হেপাটাইটিস–বি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত থাকেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুন আনম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ড. মোহাম্মদ রিয়াদসহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক– শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সিভাসু মেডিকেল সেন্টারের সার্বিক

তত্ত্বাবধানে এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সহযোগিতায় আয়োজিত এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হেপাটাইটিস–বি স্ক্রিনিং পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। এই উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি হেপাটাইটিস–বি সংক্রমণ প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ছাত্রকল্যাণ দপ্তর এ কর্মসূচির মূল সমন্বয় করেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে আরও সহজলভ্য করতে প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করছে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসুরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে এবং একটি সুস্থ ও নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

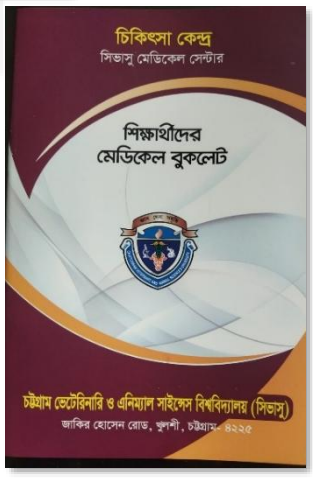

দুর্যোগে মানুষের পাশে সিভাসু: বন্যাপীড়িতদের জন্য শিক্ষার্থীদের মানবিক সহায়তা

২০২৪ সালের ২১ আগস্ট ফেনি অঞ্চলের ভয়াবহ বন্যায় অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা একত্রিত হয়ে ত্রাণ সংগ্রহ, প্যাকেট প্রস্তুত ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সরবরাহের মাধ্যমে সংকটকালে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাতে শুকনো খাবার, খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী প্যাকেট করে পৌঁছে দেন দুর্গত এলাকায়, যা স্থানীয়দের জন্য ছিল আশার আলো। তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও

ঐক্য প্রমাণ করে যে সিভাসুর শিক্ষার্থীরা শুধু একাডেমিক ক্ষেত্রেই নয়, মানবিকতায়ও সমানভাবে অগ্রগামী। এ উদ্যোগ কেবল ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দেয়নি, বরং শিক্ষার্থীদের ভেতরে সহানুভূতি, সংহতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেছে। সিভাসুর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করেছে এবং শিক্ষার্থীদের শিখিয়েছে যে প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতার চর্চায়। এই ত্রান বিতরন কার্যক্রম সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন পরিচালক, ছাত্রকল্যাণ, সিভাসু।

নতুন প্রজন্মের অগ্রযাত্রা: সিভাসুতে শিক্ষাবর্ষ সমারম্ভ অনুষ্ঠান

সিভাসু ২০২৩–২০২৪ শিক্ষাবর্ষে নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় শিক্ষাবর্ষ সমারম্ভ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

তিনি নতুন প্রজন্মকে সৎ, নীতিবান ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "নতুন বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব এখন তরুণদের হাতে।" তিনি আরও বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নই দেশের প্রকৃত বিনিয়োগ হওয়া উচিত–শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ছাড়া টেকসই অগ্রগতি সম্ভব নয়। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, যিনি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সততা, অধ্যবসায় ও আত্মনিবেদনকে জীবনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান তাঁর বক্তব্যে সিভাসুর বিশ্বমানের শিক্ষা, আধুনিক ল্যাব সুবিধা ও "প্রবলেম বেইসড লার্নিং" পদ্ধতির সাফল্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিভাসুর

পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুন আনম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে চারজন নবাগত শিক্ষার্থী তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি হওয়া চারটি অনুষদের মোট ২৭০ শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিকভাবে একাডেমিক যাত্রার সূচনা হয় এই অনুপ্রেরণামূলক আয়োজনে।

সিভাসুর টিউটোরিয়ান পদ্ধতিঃ জ্ঞান, চিন্তা ও সৃজনশীলতার সেতুবন্ধন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষণ ব্যবস্থায় টিউটোরিয়ান পদ্ধতি একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদ্ধতিতে একজন শিক্ষক সাধারণত ৪–৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ক্ষুদ্র দলে পাঠদান করেন, যেখানে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা বিকাশ লাভ করে। প্রচলিত লেকচারভিত্তিক শিক্ষার বাইরে এসে এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আত্মপ্রকাশ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয়। প্রতিটি টিউটোরিয়ান সেশনে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পাঠ্য, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বা সমস্যাভিত্তিক বিষয় নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করে। এর ফলে তাদের যোগাযোগ দক্ষতা, উপস্থাপনা ক্ষমতা ও দলগত কাজের মানসিকতা উন্নত হয়, যা ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষকও প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের দুর্বলতা, আগ্রহ ও সম্ভাবনা অনুযায়ী দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, ফলে

শিক্ষক–শিক্ষার্থী সম্পর্ক হয় আরও ঘনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে শেখে, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ও সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা অর্জন করে এবং আত্মবিশ্বাসী, নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ও সমাজসচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। সার্বিকভাবে, টিউটোরিয়ান পদ্ধতি সিভাসুর শিক্ষণ দর্শনে এমন এক মানবিক কাঠামো গঠন করেছে, যা শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যজ্ঞান নয়, বরং চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতা ও নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যতের দক্ষ ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সিভাসু শিক্ষার্থীদের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) শিক্ষার্থীরা সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছে। এর মধ্যে অন্যতম অর্জন হলো টিম Acyclovir–এর আন্তর্জাতিক SEAOHUN ভিডিও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ৪৭টি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জুনোটিক রোগ প্রতিরোধ ও "ওয়ান হেলথ" ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত সৃজনশীল ভিডিওর মাধ্যমে প্রথম স্থান

অর্জন করে। এই অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য SEAOHUN রিজিওনাল স্টুডেন্টস সামিটে অংশগ্রহণের সুযোগ মিলেছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিনিময়ের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

একই ধারাবাহিকতায়, ৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ওয়ান হেলথ ডে–তেও সিভাসুর শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেমিনার, কুইজ, পোস্টার প্রদর্শনী

ও ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে একাডেমিক ও সামাজিক বার্তা ছড়িয়ে দেয়, যা "ওয়ান হেলথ" ধারণার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কেবল তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়নি, বরং সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতেও সহায়তা করেছে।

তাছাড়া, বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৪–এ আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিভাসুর শিক্ষার্থীরা পুরস্কার অর্জন করে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ডা. বোরহান উদ্দিন রাব্বি "সেরা বার্তা" এবং মো. রহিদুন ইসলাম "সেরা সৃজনশীল ভিডিও" পুরস্কার অর্জন করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত

এ প্রতিযোগিতায় সিভাসুর শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের সফলতাকে প্রতিফলিত করেছে।

এছাড়াও, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম আইডিয়েশন চ্যালেঞ্জ–এ সিভাসুর মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের দল ফিশবুথ ল্যাব "প্রমিসিং আইডিয়া অ্যাওয়ার্ড" এবং রিসার্চ গ্রান্ট অর্জন করে। মাছের বর্জ্য থেকে পরিবেশবান্ধব অ্যাকুরিয়াম ফিশ ফিড তৈরির ধারণা তাদের এই সাফল্য এনে দেয়, যা সার্কুলার ইকোনমির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে সিভাসুর শিক্ষার্থীরা

প্রমাণ করেছে যে তারা শুধু একাডেমিক উৎকর্ষেই নয়, বরং গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সমাজমুখী কার্যক্রমেও শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এসব সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক গর্বিত মাইলফলক এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বিশ্ব AMR সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ এক বর্ণাঢ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে পাঁচটি ভিন্নধর্মী প্রতিযোগিতা–কুইজ প্রতিযোগিতা, কার্টুন/মিম প্রতিযোগিতা, এক্সটেম্পোর বক্তৃতা, পোস্টার প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও প্রতিযোগিতা–শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতার অসাধারণ প্রকাশ ঘটায়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আমীর হোসাইন সৈকত। প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্বে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা, সৃজনশীল ধারণা ও নতুন চিন্তার প্রকাশ ক্যাম্পাসে শেখা ও ভাবনার এক গতিশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ গড়ে তোলে। অনুষ্ঠানের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করেন এবং এবং শিক্ষার্থীদের এমন বৈজ্ঞানিক ও জনস্বাস্থ্যভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুন আনম বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের গঠনমূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সিভাসু শিক্ষার্থীদের ক্রিকেট ম্যাচে সাফল্য

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) ক্রিকেট দলের টানা তিনটি প্রীতি ম্যাচে দাপুটে জয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে এক শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দলটি প্রথম ম্যাচে মহসিন কলেজ, দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ দল এবং সর্বশেষ ম্যাচে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে জয় লাভ করে।শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভাসু উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর

রহমান। যিনি ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) অধ্যাপক ড.মোহাম্মদ রাশেদুন আনম, শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মুজিবুর রহমানসহ অন্যন্যা কর্মকর্তারা। সভায় বক্তারা শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম এবং দলগত চেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জাতীয় দিবস ও উৎসব উদযাপন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমানের নেতৃত্বে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনা, যা মাতৃভাষা ও শহীদদের আত্মত্যাগের গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের সামনে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে। দিনব্যাপী ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করেছিল শ্রদ্ধা, আবেগ ও ঐতিহ্যের অনন্য পরিবেশ, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজকে ভাষা শহীদদের আদর্শ ধারণ ও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় নতুন অঙ্গীকারের প্রেরণা জাগিয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয় সিভাসুতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও আবেগের সঙ্গে। দিবসের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে, যেখানে সিভাসু পরিবারের সকলে উপস্থিত ছিলেন। শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনারে

পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা, যেখানে বক্তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার আদর্শ এবং জাতি গঠনে তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব সম্পর্কে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় দেশাত্মবোধক সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ত্যাগের মহিমা উজ্জীবিত করে। সিভাসু প্রশাসন এই দিবসের তাৎপর্য স্মরণ করে স্বাধীনতার চেতনায় দেশ গঠনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপিত হয় ১৬ ডিসেম্বর। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয়

পতাকা উত্তোলন, স্মারক বৃক্ষরোপণ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে সৃষ্টি হয় বিজয়ের আনন্দোৎসব। সন্ধ্যায় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম, সততা ও নৈতিকতায় গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মেয়র তাঁর বক্তব্যে

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সিভাসু ক্যাম্পাস পরিণত হয় বিজয়ের রঙে রাঙানো এক প্রাণময় মিলনমেলায়। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন "প্রাঙ্গণ"-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ছিল ইতিহাস ও আবেগের এক

মেলবন্ধন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তরুণ প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস জানার আহ্বান জানান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণে অনুপ্রাণিত করেন। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নৃত্য ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি পরিবেশনা শিক্ষার্থীদের

সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক সচেতনতার প্রকাশ ঘটায়, যা পুরো ক্যাম্পাসে বিজয়ের আনন্দ ও গৌরবকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলেছে। প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠানে এতিম শিশুদের আপ্যায়ন ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থান উপলক্ষে সিভাসুতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ইতিহাস, সংস্কৃতি ও তারুণ্যের সমন্বয় ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন "প্রাঙ্গণ"–এর আয়োজনে শিক্ষার্থীরা গান, আবৃত্তি, কবিতা, নাটক ও নৃত্যের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ সরকারের নানা নিপীড়ন ও অত্যাচারের গল্প তুলে ধরে এবং জুলাই–আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগ ও গণঅভ্যুত্থানের

চেতনাকে উদযাপন করে। এটি কেবল বিনোদনের আয়োজন ছিল না; বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ঐতিহাসিক সচেতনতা সৃষ্টির একটি সফল প্রয়াস ছিল। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। সার্বিকভাবে, এ অনুষ্ঠান ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবিক চেতনার এক সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শহীদদের স্মরণে সিভাসু মসজিদে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পহেলা বৈশাখে রঙে, সুরে ও সংস্কৃতিতে রাঙানো সিভাসু

পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ১৪৩২–কে ঘিরে সিভাসু রূপ নেয় এক বর্ণাঢ্য উৎসবের চত্বরে। সকাল থেকেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় প্রাণবন্ত বৈশাখী র‍্যালি, যেখানে লাল–সাদা পোশাক, বৈশাখী গান আর উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে ক্যাম্পাসের প্রতিটি কোণ। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস জুড়ে আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আগের রাতের "আলপনা অঙ্কন", যেখানে শিল্পমনস্ক শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে মূল ভবনের সামনে আঁকেন নান্দনিক নকশা ও রঙিন চিত্রভাষা, যা বৈশাখের আবেগ ও বাঙালিয়ানা তুলে ধরে। এ ছাড়া দিনভর আয়োজিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, লোকজ নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন, যা উৎসবকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও বৈচিত্র্যময়।

পুরো আয়োজন শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ এনে দেয়, পাশাপাশি ক্যাম্পাসে সৃজনশীলতা, বন্ধন ও আনন্দের আবহ জাগিয়ে তোলে। বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষে সিভাসুর এই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সবুজে ভরে উঠুক সিভাসু: মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে আরও সবুজ ও টেকসই করার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস। ১৮ জুন ২০২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান। একটি নিম গাছের চারা রোপণ করে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এতে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা কর্মসূচির তাৎপর্য ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শেখ আহমদ আল নাহিদ, পরিচালক (বহিরাঙ্গন কার্যক্রম) অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মুদ মাহবুবুর রহমান, এবং পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) জনাব মুজিবুর রহমান সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, যা দীর্ঘমেয়াদে সিভাসুর শিক্ষা ও ক্যাম্পাস

পরিবেশকে টেকসই করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ছাত্রকল্যান দপ্তর এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম আয়োজনটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত উদ্যোগে মাসব্যাপী চলতে থাকা এই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও টেকসই প্রকল্পে অংশগ্রহণের মনোভাব সৃষ্টি করেছে এবং ক্যাম্পাসকে সবুজ, স্বাস্থ্যকর ও আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সিভাসু রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট: মানবিক সেবায় নতুন পথচলা

সিভাসুতে প্রথমবারের মত যুব রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট খোলা হয়। এই ইউনিটের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি সেবা ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ফার্স্ট এইড, কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর), দুর্ঘটনাজনিত আঘাত মোকাবিলা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সাড়া দেওয়ার কৌশল

শিখেছেন। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকদের নির্দেশনা ও হাতে-কলমে সেশনের ফলে শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কমিউনিটি সেবায় এগিয়ে আসার মানসিকতা গড়ে তোলেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের শুধু পেশাগত দক্ষতাই বাড়ায়নি, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকেও ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা মত প্রকাশ করেন যে, তারা ভবিষ্যতে দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি বা মানবিক সংকটে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে প্রস্তুত। সামগ্রিকভাবে, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক

মূল্যবোধকে সমন্বিতভাবে বিকশিত করার এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান ১৭ আগস্ট ২০২৫ বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল, ফুড সায়েন্স ও টেকনোলজি অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. শিরীন আক্তার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং চট্টগ্রাম সিটি যুব রেড ক্রিসেন্টের যুব প্রধান আ. ন. ম. তামজিদ। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম। এরপর যুব রেড ক্রিসেন্টের উপদলনেতা সৌরভ চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যে মানবিক স্পন্দন যোগ হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ

আকর্ষণ ছিল মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি তথ্যবহুল সেমিনার এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, যা শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের ভবিষ্যতে মানবসেবায় আরও উৎসাহিত করবে।

শিক্ষার্থী কল্যাণে আর্থিক সহায়তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার খরচ, খাবার, হোস্টেল ভাড়া এবং অন্যান্য জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। ছাত্রকল্যাণ দপ্তর এই আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে। উক্ত দপ্তর শিক্ষার্থীদের আর্থিক পরিস্থিতি যাচাই করে এবং প্রকৃত প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে, শিক্ষায় মনোযোগ বৃদ্ধিতে এবং সার্বিকভাবে তাদের একাডেমিক জীবনকে সহজ ও সুরক্ষিত করতে সহায়ক। এছাড়াও, ছাত্রকল্যান দপ্তর বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ, প্রাইজ, এবং অন্যান্য আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করে তাদের প্রতিভা ও অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়। সব মিলিয়ে, ছাত্রকল্যাণ দপ্তর এর আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শক্তিশালী সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করছে, যা তাদের শিক্ষাজীবনকে আরও সফল ও নিরাপদ করে তুলতে সহায়ক হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য আইডি কার্ডে আধুনিকতার ছোঁয়া

সিভাসু শিক্ষার্থীদের পরিচয় ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, ব্যবহারবান্ধব ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি চালু করা হয়েছে নতুন, শিক্ষার্থী আইডি কার্ড। পূর্বের পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে তৈরি হলেও এই নতুন সংস্করণে এসেছে পরিবর্তন ও আধুনিকতার ছোঁয়া। নতুন কার্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানানসই লেস ও বক্স। কার্ডের ডিজাইন আরও দৃষ্টিনন্দন,

টেকসই এবং কার্যকর করা হয়েছে উন্নত প্রিন্টিং ও ল্যামিনেশনের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরা এই নতুন আইডি কার্ডকে কেবল পরিচয়ের উপকরণ হিসেবে নয়, বরং ক্যাম্পাসের সঙ্গে আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও গ্রহণ করেছে, যা তাদের মধ্যে উৎসাহ ও আত্মমর্যাদার অনুভূতি জাগিয়েছে। এই পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, পরিচয় ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিকায়নের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ক্রীড়াঙ্গনে সিভাসু

প্রতিবছর সিভাসুতে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা, মেধা এবং ক্রীড়াশৈলীর এক চমকপ্রদ প্রদর্শনী। নানা প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা দলীয় খেলার পাশাপাশি দৌড়, দীর্ঘলাফ, উচ্চলাফ ও অন্যান্য একক ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে নিজেদের দক্ষতা ও প্রাণোচ্ছলতা দেখায়। প্রতিটি

খেলার মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, উদ্দীপনা ও সমন্বিত দলীয় চেতনা ফুটে উঠেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে আনন্দঘন মিলনমেলায় পরিণত করে। দিনশেষে

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন, এবং এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকগণ, প্রভোস্ট, প্রক্টর, বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মকর্তা। শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের পরিচালক মো. মুজিবুর রহমান এবং ছাত্রকল্যান দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম এর তত্ত্বাবধানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ানৈপুণ্যকে স্বীকৃতি জানাতে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ক্যাম্পাসে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেয়। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের শারীরিক সুস্থতা, দলগত চেতনা, নেতৃত্বগুণ ও নৈতিকতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক্রীড়াঙ্গনে সম্প্রতি ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রাতঃকালীন শারীরিক অনুশীলনের একটি নিয়মিত কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। মাঠজুড়ে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমে স্ট্রেচিং, হালকা দৌড়, শ্বাস–প্রশ্বাসভিত্তিক ব্যায়াম ও সামষ্টিক ফিটনেস রুটিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিয়মিত সকালের

অনুশীলন শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক সতেজতা, মনোযোগ, স্নায়বিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি শিক্ষার্থীদের একাডেমিক মনোযোগ ও উপস্থিতিও বৃদ্ধি করছে, ফলে শিক্ষার সামগ্রিক মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর জমকালো আয়োজন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) অনুষ্ঠিত "শর্ট বার ফুটবল টুর্নামেন্ট" ছিল শিক্ষার্থীদের প্রাণচাঞ্চল্য, ক্রীড়াপ্রীতি ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের এক অনন্য প্রকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষ ও বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে

টুর্নামেন্টটি পরিণত হয় উৎসবমুখর পরিবেশে, যেখানে প্রতিটি ম্যাচে খেলোয়াড়দের দলগত সংহতি, কৌশল ও দৃঢ় মনোবল প্রতিফলিত হয়। ২৭ মে ২০২৫ তারিখে সিভাসু কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে "কর্ণফুলী" ও "যমুনা" দল মুখোমুখি হয়, যা দর্শকদের জন্য ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। খেলা শেষে বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি ও পদক তুলে দেয়া হয়। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, শৃঙ্খলা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলে এবং তাদের ক্রীড়াচর্চার আগ্রহকে আরও দৃঢ় করে।

একই ধারাবাহিকতায় সিভাসুতে শুরু হয় "জুলাই স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫" যা গৌরবময় প্রতিরোধ, সাহসিকতা ও তারুণ্যের অগ্রযাত্রাকে স্মরণ করার এক তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন। ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগ ও গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে স্মরণ করতেই এ টুর্নামেন্টের আয়োজন

করা হয়। ১৬ জুলাই আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান। শারীরিক শিক্ষা বিভাগ ও ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এ টুর্নামেন্ট শুধুমাত্র একটি খেলা নয়, এটি তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেম, স্বাধীনতার চেতনা ও সহমর্মিতার প্রতীক হিসেবে সিভাসুর ক্রীড়া সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সিভাসুতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে ছিল কোরআন তেলাওয়াত, আযান

প্রতিযোগিতা, হামদ–নাত পরিবেশনা, রাসুলুল্লাহ (স.)–এর জীবনীর ওপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পুরো আয়োজনকে এক আধ্যাত্মিক ও অনুপ্রেরণামূলক পরিবেশে পরিণত করে। ৬ সেপ্টেম্বর সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা মুফতী আহমেদ হোসাইন সাকিব নবীজির জীবনের আলোকময় দিক তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের নবীজি (সা:) এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচাননা করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামান। উপস্থিত ছিলেন পরিচালক

(বহিরাঙ্গন) অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. সাইফুদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান, কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমামসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আনম এবং শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় সিভাসুর শিক্ষার্থীরা সম্প্রতি অসাধারণ আরবি ক্যালিগ্রাফি চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই শিল্পকর্মগুলো শুধু আরবি লিপির সৌন্দর্য ও নিখুঁত নকশা উপস্থাপন

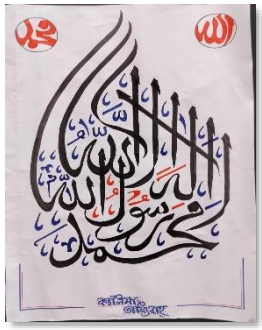

করেনি, বরং ইসলামী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার গভীর তাৎপর্যও ফুটিয়ে তুলেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে শৈল্পিক দক্ষতা ও নান্দনিক বোধ বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে ইসলামী কলা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে।

প্রতি সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে নবীজী (সা.)–এর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয় । এসব আলোচনায় শিক্ষার্থীরা ইসলামের আলোকে আদর্শ জীবনযাপন, আত্মশুদ্ধি, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও

চারিত্রিক উন্নয়নের শিক্ষা গ্রহণ করে। মসজিদ কমিটি ও ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই নিয়মিত কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, যা ক্যাম্পাসে একটি শান্তিপূর্ণ, মূল্যবোধনির্ভর ও মানবিক পরিবেশ গঠনে সহায়ক হচ্ছে।

পবিত্র রমজান মাসেও সিভাসুতে ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের চর্চায় ইফতার বিতরণ আয়োজন বিশেষ গুরুত্ব পায়। পবিত্র রমজানে শিক্ষার্থীরা একত্রে ইফতার গ্রহণের মাধ্যমে সৌহার্দ্য, সংযম ও সহানুভূতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই আয়োজন কেবল ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষাই নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে পারস্পরিক বন্ধন ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। রমজানের

পবিত্র বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি এই উদ্যোগ সিভাসুর মানবিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মিক ও সামাজিক শক্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে।

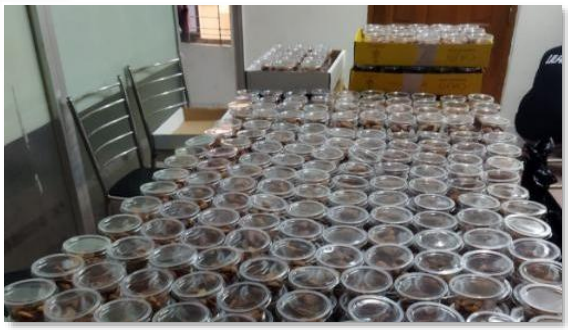

পরিবেশনীতিতে নেতৃত্ব: সিভাসুতে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিভাসু রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের আয়োজনে দিনব্যাপী "আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতি, সবুজ শিক্ষা, নেতৃত্ব ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ ২০২৫" সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ)। প্রশিক্ষণে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা অংশগ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশগত যোগাযোগ ও নেতৃত্ব বিষয়ে তাত্ত্বিক ও বাস্তবভিত্তিক দিকগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিনা বাই (পাকিস্তান), নাসরিন নদিরি (আফগানিস্তান), মো. আবির আল হাসনায়ে, নারগিস আক্তার ও এম. এ. মাহমুদ ইয়ামিন (বাংলাদেশ), যারা দলগত অনুশীলন, ব্রেইনস্টর্মিং সেশন, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং মাঠ ভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেন। এই কর্মসূচিটি রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, সিভাসু; শিশু উল্লাস সংস্থা ও ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ ক্লাইমেট লিডার স্কুলের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং সমাপ্তিতে সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তর্জাতিক মানের সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সবচেয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষক ও নির্বাহী সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ছাত্রকল্যাণ দপ্তর পরিচালকের সমর্থনে এই আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ তরুণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, সচেতনতা এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিকাশে বিশেষ অবদান রাখবে।

রক্ত সঞ্চালন ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিভাসু ছাত্রকল্যাণ দপ্তর ও এপিক হেলথ কেয়ারের যৌথ উদ্যোগে রক্ত সঞ্চালন ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মানবসেবার সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবার নগরীর এপিক হেলথ সেন্টারে আয়োজিত এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন "বাঁধন, সিভাসু ইউনিট কার্যকরী পরিষদ–২৫" এর সদস্যবৃন্দ। কর্মশালায় রক্ত সঞ্চালন চিকিৎসার মৌলিক ধারণা, রক্তদাতার নিরাপত্তা, রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ পদ্ধতি এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার আধুনিক ও নিরাপদ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন এপিক হেলথ কেয়ারের প্রশিক্ষক ডা. নাসরিন আক্তার, যিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, যা তাদের রক্তদানের কার্যক্রমকে আরও নিরাপদ, দক্ষ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে

সহায়ক হবে। অংশগ্রহণকারীরা জানান, প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত কার্যকর ছিল এবং এতে অর্জিত জ্ঞান ভবিষ্যতে রক্তদানের প্রক্রিয়া ও অন্যান্য মানবসেবামূলক কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সংস্কৃতি আরও সুসংহত করবে এবং তাদের সামাজিক সচেতনতা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সহায়ক হবে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শুধু মানবিক সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয় না, বরং তাদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ ও সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে।

খাদ্যমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে সিভাসুর রন্ধনশালা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের আয়োজনে আবাসিক হল ও ক্যান্টিনে কর্মরত রন্ধনশালা কর্মীদের জন্য "খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক বিশেষ কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ,

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ পরিবেশনসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো প্রায়োগিকভাবে তুলে ধরেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদ এর স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী মো. রিয়াজুল জান্নাত রাকিব। ক্যান্টিন ও হলের সকল রাঁধুনি, সহকারী রাঁধুনি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই কর্মশালায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।অংশগ্রহণকারীরা নিরাপদ খাদ্য

ব্যবস্থাপনা ও দূষণ প্রতিরোধে আধুনিক মানদণ্ড সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন খাদ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। কর্মসূচির শেষে ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো রাশেদুন আনম সকল কর্মীদের এ ধরণের স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ যথাযথ গুরুত্বের সাথে প্রয়োগ করার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতমানের সেবা প্রদানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

সহ–পাঠক্রমিক সংগঠনসমূহ: শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের মঞ্চ

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সহ–পাঠক্রমিক সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় পরিচালিত এসব সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দলগত মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ–পাঠক্রমিক

সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে– বাঁধন (সিভাসু ইউনিট), যারা রক্তদান ও মানবিক সেবামূলক কার্যক্রমে নিবেদিত; রোটারাক্ট ক্লাব, যারা সমাজসেবা, নেতৃত্ব বিকাশ ও কমিউনিটি প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কাজ করে; সিভাসু ডিবেটিং সোসাইটি, যা শিক্ষার্থীদের যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বক্তৃতা দক্ষতা উন্নয়নে অবদান রাখে; প্রাঙ্গণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন, যা সংগীত, নাটক, আবৃত্তি ও উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চেতনা লালন করে; আইভিএসএ বাংলাদেশ

(সিভাসু চ্যাপ্টার), যা ভেটেরিনারি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক সংযোগ ও একাডেমিক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে; এবং আইএএএস বাংলাদেশ, যা কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিজ্ঞানে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ও এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে ছাত্রকল্যাণ দপ্তর সবসময় পরামর্শ, সহায়তা ও প্রশাসনিক সমন্বয় প্রদান করে, যাতে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক, নেতৃত্বমূলক ও সামাজিক দক্ষতায় সমৃদ্ধ হতে পারে।

সিভাসু ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হলো আধুনিক স্টেশনারি শপ

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও দৈনন্দিন সেবা আরও সহজলভ্য করতে নতুন স্টেশনারি শপের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুৎফুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে শপটির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ), অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ। সকলের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শপটিতে সুলভ মূল্যে প্রিন্টিং, ছবি তোলা, ফটোকপি সহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব স্টেশনারি সামগ্রী পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করাই শপটির মূল লক্ষ্য। উদ্বোধনের পর শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখা যায় আনন্দের উচ্ছ্বাস। তারা জানান, ক্যাম্পাসের ভেতরে এমন একটি স্টেশনারি শপ চালু হওয়ায় এখন

তাদের সময়, খরচ ও পরিশ্রম অনেকটাই কমে যাবে। ফলে একাডেমিক কার্যক্রম আরও সহজ হবে। সিভাসু প্রশাসনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শিক্ষার্থীরা আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার শিক্ষার্থীবান্ধব সেবা নিশ্চিত করতে আরও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

একনজরে ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের কার্যক্রমসমূহ

নিয়মিত কার্যক্রম

- জাতীয় দিবস উদযাপন
- পহেলা বৈশাখ উদযাপন
- বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- শিক্ষাবর্ষ সমারম্ভ অনুষ্ঠান
- টিউটোরিয়াল পদ্ধতি
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
- ঈদ এ মিলাদুন্নবী উদযাপন
- ইফতার মাহফিল আয়োজন
- সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম

উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম

- সিভাসু গার্ডেন
- সমঝোতা স্বাক্ষর (MoU)
- ভ্যাকসিনেশন ও ডেন্টাল ক্যাম্প
- মানসিক স্বাস্থ্য সেমিনার
- সিভাসু রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট
- শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- ষ্টেশনারী শপ
- সিভাসু ক্যান্টিন
- নবায়িত আইডি কার্ড
- রন্ধনশালা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- বন্যার্তদের সহায়তা
- মাসব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

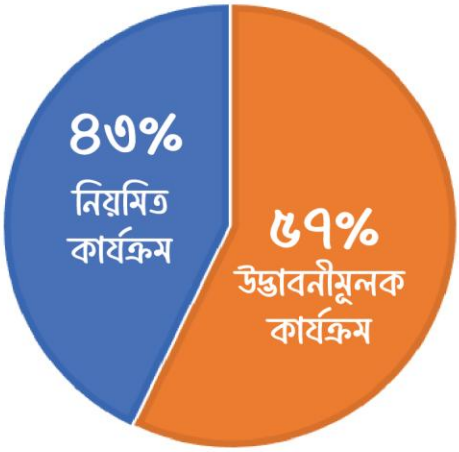

উপরোক্ত প্রতিফলিত পরিসংখ্যান সিভাসুর ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে, যেখানে নিয়মিত সেবা কার্যক্রম ও উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ সমন্বিতভাবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। দপ্তরের মোট কর্মপরিধির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৫৭.১৪%) উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগে বিনিয়োগ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা ও সামগ্রিক বিকাশকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত। পাশাপাশি নিয়মিত কার্যক্রমও (৪২.৮৬%) ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে, যা দৈনন্দিন সহায়তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে, ছাত্রকল্যাণ দপ্তর কেবল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্যাম্পাস পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করতে কাজ করছে। এই সাফল্যের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতে এই দপ্তর আরও লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে-যেখানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন, মানসিক সহায়তা, নেতৃত্ব বিকাশ, নিরাপত্তা জোরদার, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং অংশগ্রহণভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হবে। পরিশেষে ছাত্রকল্যাণ দপ্তর প্রশাসন তথা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি!

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাশেদুল আনম
পরিচানক, ছাত্রকল্যাণ
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়
জাকির হোসাইন রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম–৪২০২
মোবাইল: +৮৮ ০১৮১৯ ৩৩৬১৪২
ই– মেইল: rashedul2000@yahoo.com
rashed@cvasu.ac.bd

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক শাহনাজ সুলতানা
প্রভোস্ট, বিজয় ২০২৪ হল

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
প্রক্টর, সিভাসু

অধ্যাপক ড. শামসুল মোর্শেদ
প্রভোস্ট
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুলাহ আল নোমান হল

মো. মুজিবুর রহমান
পরিচালক, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ, সিভাসু

ডাঃ কাজী রোখসানা সুলতানা
ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার, সিভাসু

খলিলুর রহমান
সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার
জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, সিভাসু

তাহসিন সুলতানা
সহকারী প্রভোস্ট, বিজয় ২০২৪ হল

ড. মেহের নাহিদ
সহকারী প্রভোস্ট, বিজয় ২০২৪ হল

ডাঃ তানভীর আহমদ নিজামী
সহকারী প্রভোস্ট
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুলাহ আল নোমান হল

সাইফুদ্দিন রানা
সহকারী প্রভোস্ট
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুলাহ আল নোমান হল

ডাঃ হোমায়রা পারভীন হীমা
সহকারী প্রভোস্ট, বিজয় ২০২৪ হল

ডাঃ মো. রাসেন প্রাং
সহকারী প্রভোস্ট
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুলাহ আল নোমান হল

মোঃ ওমর ফারুক
সহকারী রেজিস্ট্রার, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ

মোঃ শাহাদাত হোসেন
সহকারী পরিচালক (চ. দা.), জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ

চিত্রকল্প ও বিন্যাস

মোঃ তানভীর হোসেন তুষার
এমএস ফেলো (ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট)
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ

ডাঃ হাসিবুর রহমান সাকিব
এমএস ফেলো (ফিজিওলোজি)
ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ